সৌহার্দ্য II বার্তা

স্ট্রেংথ্‌দেনিং হাউজহোল্ড এবিলিটি টু রেসপন্ড টু ডেভেলপমেন্ট অপোর্চুনিটি

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা • ভলিউম ১ • সংখ্যা ১ • এপ্রিল ২০১২

সৌহার্দ্য II কর্মসূচির লক্ষ্য:

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাজনিত ঝুঁকি কমানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দরিদ্র ও প্রান্তিক ১১টি জেলার ৩,৭০,০০০ দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মানুষের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তন

এ সংখ্যার বিষয়বস্তু:

সুফিয়ার দারিদ্রতা থেকে আত্মনির্ভরশীলতা -পৃষ্ঠা ১

আকাশীর জীবনে আশার নতুন আলো -পৃষ্ঠা ২

ভয় ও অসহায়ত্ববোধ থেকে মলি এখন মুক্ত -পৃষ্ঠা ২

ভিডিসির দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ - পৃষ্ঠা ৩

বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণ -পৃষ্ঠা ৩

রংপুরে CSISA-সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সমন্বিত উদ্যোগ -পৃষ্ঠা ৪

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শন -পৃষ্ঠা ৪

'আমেরিকা সপ্তাহ' ২০১২ তে কেয়ার বাংলাদেশ এর অংশগ্রহণ -পৃষ্ঠা ৪

Pvd Ae cwUi evYx

আমি আনন্দের সাথে কেয়ার বাংলাদেশ সৌহার্দ্য II কর্মসূচির নিউজলেটার এর প্রথম সংস্করণটির সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি। নিউজলেটারটি সকল পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও এর কৌশলগত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অগ্রগতি, সর্বোৎকৃষ্ট চর্চাসমূহ, বিভিন্ন লব্ধ জ্ঞান প্রভৃতি উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয়বস্তু এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

যে সকল অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে আমরা কাজ করি, তারা কিভাবে এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত হল, কিভাবে তাদের জীবনে পরিবর্তন আসলো - এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহকে ঘিরে এই নিউজলেটারটি তৈরি হয়েছে। সৌহার্দ্য II নিউজলেটার এর প্রতিটি সংস্করণই যেন ভিন্ন ভিন্ন থিমভিত্তিক হয় এমন একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের পার্টনারগণ ভালভাবে অনুধাবন করতে পারবেন কিভাবে এই বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট কয়েক মাস ধরে এই কর্মসূচির অধীনে যে সমস্ত সাফল্য ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে - সেগুলো সম্পর্কে তারা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে সমর্থ হবেন।

এই সংখ্যাটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অবিশ্বাস্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অভিবাদন জানিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের এই নিরন্তর প্রচেষ্টাকে আমরা অভিবাদন জানাই এবং বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্ব হতে দারিদ্র্যতা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

নিউজলেটার পড়ুন এবং এ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান পরামর্শ/মতামত থাকলে মনজুর রশীদ (এ্যাকটিং নলেজ ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি) এর নিকট ই-মেইল করুন (monjur@bd.care.org অথবা info@bd.care.org)।

শুভেচ্ছান্তে,

ফাহিম খান

GB Kgm\Pi Aa‡b GLb chš AMMwZ:

- উত্তর ও মধ্য চর, হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলে এই প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে
- ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলার ১৭২টি ইউনিয়নের ১৫০৯টি গ্রামে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- ৩৬২,১৭৭টি দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারকে এই কর্মসূচির যথাযথ সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে
- ৮৬,৫৩৮ জন গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারী মা পুষ্টি সহায়তা পাচ্ছেন
- ৭৩,০৬৭ জন শিশুদের (অনূর্ধ্ব ২ বছর বয়সী) পুষ্টি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- ১৭,৫১৯ জন নারী ও কিশোরী সদস্য বিশিষ্ট ৫১৩টি এ্যাডা সেন্টার সক্রিয় রয়েছে
- ২১,৬৩৪ জন ছেলে ও মেয়ে শিশু বিশিষ্ট ৩৬৬টি ইসিসিডি সেন্টার সক্রিয় রয়েছে
- ১৪৬৪টি অবকাঠামোগত স্কীম (বসতভিটার ভিত উঁচুকরণ, পরিবার/কমিউনিটি ভিত্তিক পায়খানা স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুল স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ) যৌথভাবে কেয়ার ও সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে
- ৪৬৯টি কাজের বিনিময়ে অর্থ *(Cash for Work)* কার্যক্রম (বসতভিটার ভিত উঁচুকরণ, কমিউনিটি কেন্দ্র উঁচুকরন, রাস্তা/বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ) যৌথভাবে কেয়ার ও সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে

bvix I wK‡kvix‡`i ÿgZvq‡bi Av‡jwKZ NUbv

সুফিয়ার দারিদ্রতা থেকে আত্মনির্ভরশীলতা

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার গণপতদিয়া গ্রামের ৩৮ বছর বয়সী সুফিয়া বেগম নদী ভাঙ্গনের শিকার একজন নারী। সুফিয়া তার স্বামীর সঙ্গে সংসার শুরু করেছিল কিন্তু যমুনার ভাঙ্গন তার বাড়িঘর ও চাষের জমি গ্রাস করে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। তার এই কষ্ট চরম আকার ধারণ করে যখন তার স্বামী একটা সড়ক দূর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। জীবন ধারণের জন্য আর কোন বিকল্প পথ খোলা না থাকায় সে তার দুই ছেলে-মেয়েসহ বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরিবার চালাতে শুরু হয় সুফিয়ার অন্যরকম জীবনযুদ্ধ।

এক বছর পূর্বে সুফিয়া কেয়ার বাংলাদেশ এর সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সাথে জড়িত হয়। সিওজি (Core Occupational Group) বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

সুফিয়া তার লাউ বাগানের সামনে

কেয়ার বাংলাদেশ এর সৌহার্দ্য II কর্মসূচি, ইউএসএআইডি ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্রতা লাঘবে ৫ বছর মেয়াদী বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ Non-Emergency খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ১৩টি মন্ত্রণালয় সক্রিয় আছে - যারা জাতীয় কর্মসূচি পরামর্শক সমন্বয় কমিটির (Program Advisory Coordination Committee - PACC) সদস্য হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। একই পরিক্রমায় বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়েও বিস্তৃত এই PACC সমূহ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সংযুক্ত আছে। এর মধ্যে ১৬টি জাতীয় পার্টনার মোট কর্মসূচির ৯০ শতাংশ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত। এই কর্মসূচির টেকনিক্যাল পার্টনারসমূহ হলো IUCN, World Fish, IRRI, RIMES ইত্যাদি।

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সরকার

care

সে একজন সিএইচডি (Comprehensive Household Development) সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়। এসময় সুফিয়া তিন দিনের একটি সিএইচডি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

> "আমি সবসময় চিন্তা করতাম কিভাবে আমি আমার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারি যাতে আমরা তিন বেলা খাবার খেতে পারি ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারি। তারপর সিএইচডি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আমি আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আশার আলো দেখতে পেলাম।" - ***সুফিয়া বেগম***

প্রশিক্ষণের পর সুফিয়া সিএইচডির জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সহায়তা পায়। যেমন ঃ আম, পেয়ারা, লিচু, ও নীম গাছের চারা, বিভিন্ন শাক সবজির বীজ এবং একটি ছাগল। সবজি চাষের জন্য সে নিজেই জমির প্রস্তুতিমূলক সব কাজ করে যেমন- জমিতে বীজতলা তৈরি, গর্ত করা, বীজ বপন, চারা রোপণ, নিড়ানি এবং সেচের সমগ্র পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। তার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ব্যাপক ফলন হয়। সে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পরও প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সবজি বিতরণ করে। এছাড়াও সুফিয়া সবজি বিক্রি করে ১৫০০ টাকা উপার্জন করেছে। এই সাফল্যের পর সে এখন আবারও এমন একটি ক্ষুধামুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে যেখানে পুষ্টিকর খাদ্য ও উপার্জনের সুযোগ থাকবে।

আকাশীর জীবনে আশার নতুন আলো

আকাশীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা রংপুরে। তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহের পর আকাশীর মা সে সহ তার ভাইবোনদের নিয়ে বগুড়ায় তার নানাবাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাদের দিন কাটতো অর্থাভাবে, অনাহারে। আকাশীর মা আর কখনোই তার স্বামীর কাছ থেকে কোনরকম আর্থিক সহযোগিতা পায়নি। দারিদ্র্যতার শিকার আকাশীর মা আকাশীকে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। যেহেতু তার মায়ের পক্ষে যৌতুক দেয়া সম্ভব ছিলো না, সেজন্য তিনি তার মেয়েকে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এক যুবকের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। আকাশীর স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলো না, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে সবার সাথেই আকাশীর সুসম্পর্ক ছিলো। কিন্তু তার এই সৌভাগ্য বেশিদিন রইল না। সন্তানসম্ভবা না হওয়ার দুশ্চিন্তা ও একই সাথে পরিবার ও অন্যসকলের গঞ্জনায় তার জীবন হয়ে উঠলো দূর্বিষহ। ঠিক এই সময়ে তার স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্যদেরকে কিছু চক্রান্তকারী মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলে এবং সেই মামলার খরচ চালাতে গিয়ে তারা আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে আকাশীর দুই সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু খরচের পরিধি বাড়লেও অর্থ উপার্জনের কোন উৎস তারা তখনও খুঁজে পায়নি। ঠিক এই সময়ে সে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির অধীনে অতি দরিদ্র গর্ভবতী মা হিসেবে চিহ্নিত হয় ও পিআইসি (Project Implementation Committee) দলের সভানেত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়। তার স্বামী আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রমের আওতায় তিনদিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সহায়তা হিসেবে একটি ছাগল পায়। চার মাস পর তাদের ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে আকাশী সবজি চাষ শুরু করে। এ সকল কাজের মাধ্যমে তার পক্ষে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং সে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আকাশী ভিডিসি দলের একজন সদস্য এবং সে এখন এলাকার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মাধ্যমে মাসিক ডিপিএস স্কীমের আওতায় টাকা সঞ্চয় করে। সে তার ৫ বছরের ছেলেকে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির অংশীদারী সংগঠন গ্রাম বিকাশ সংস্থা (জিবিএস) পরিচালিত ইসিসিডি সেন্টারে ভর্তি করেছে। এসমস্ত পদক্ষেপ তার পরিবার ও সমাজে খুবই ভালো ভাবে গৃহীত হয়েছে। সে এখন স্বপ্ন দেখে সঞ্চিত টাকা থেকে গুরু কিনবে, তার ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষিত হবে, উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং তারা একটি স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

আকাশী তার প্রতিপালিত ছাগলগুলোর সাথে

ভয় ও অসহায়ত্ববোধ থেকে মলি এখন মুক্ত

১৪ বছর বয়সী মলি সোনাতলা উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের শালিখা গ্রামের বাসিন্দা। সে তার দরিদ্র বাবা মায়ের সাথে থাকে। মলির বাবা ধলু সরকার একজন দরিদ্র ভ্যানরিক্সা চালক। ভ্যান চালিয়ে সে যা উপার্জন করে, তা দিয়ে কোনমতে সে তার ৫ সদস্যের পরিবার চালায়। তবুও মলির বাবা স্বপ্ন দেখে একদিন মলি উচ্চশিক্ষিত হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মলি একজন একতা দলের সদস্য। মলির বাবার অদম্য ইচ্ছা শক্তির কারনে তার এই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মলি তার স্কুলে যাওয়া আসার পথে একই গ্রামের দু'জন বখাটে ছেলের দ্বারা উত্যক্ততার শিকার হয়ে আসছিল। যেহেতু সে গরীব তাই তার সাহস ছিলনা

উত্যক্তকারী তরুণদ্বয় গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ক্ষমা প্রার্থনা করছে

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার। তার অসহায়ত্ব ও ভয়ের কারণেই সে নিরবে এই অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছিল।

একদিন বিকেলে, মলি একতা দলের সভা শেষে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে পূর্বে উল্লেখিত ঐ দু'জন উত্যক্তকারী তার পথরোধ করে অত্যন্ত অশ্লীল ও অসৌজন্যমূলক কটুক্তি করে এবং যৌন উত্যক্ততা শুরু করে। এক পর্যায়ে মলি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায় ও অসহায় বোধ করে। ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে মলি দৌড়ে সেই স্থান থেকে পালিয়ে বাসায় চলে আসে। লজ্জায়, ভয়ে দ্বিধাগ্রস্থ মলি পারেনি তার মায়ের কাছেও এই ঘটনা প্রকাশ করতে।

মলি তার এই দুঃসহ যন্ত্রণার কথা একতা দলের একজন স্বেচ্ছাসেবকের কাছে বলে। একদিন সেই স্বেচ্ছাসেবক যখন তা একতা দলের অন্যান্য সদস্য ও সৌহার্দ্য II কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রকাশ করে, তখন সাথে সাথে তারা এই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং এর বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ

কৌশলগত উদ্দেশ্য ১: ৩,৭০,০০০ দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের 'লভ্যতা' ও 'প্রাপ্যতা' বৃদ্ধি এবং নিশ্চিতকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য ২: অনূর্ধ্ব দুই বছর বয়সী ২,৮১,০০০ শিশুর স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি মানের উন্নয়ন

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩: দরিদ্র ও অতি দরিদ্র নারী ও কিশোরীদেরকে পরিবার, সমাজ ও ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতায়িত করা

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪: খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কমাতে স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং সরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকতর সাড়া প্রদান ও দায়বদ্ধতা জোরদারকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৫: দুর্যোগ মোকাবেলা, প্রশমন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য লক্ষিত জনগোষ্ঠি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ব প্রস্তুতি

কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে। উপযুক্ত পদক্ষেপ ও বিচারের দাবীতে তারা এই ঘটনা স্থানীয় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি) ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যকে জানায়। ফলে সালিশের আয়োজন করা হয়। সেই সালিশে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ, জিবিএস এর সদস্যগণ ও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সালিশে বিচারকগণ ধৈর্য্যের সাথে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং এক পর্যায়ে উত্যক্তকারীরা তাদের অপরাধ বুঝতে পারে। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে এ ধরনের অন্যায় তারা ভবিষ্যতে কখনও করবে না। তারা সকলের সামনে মলির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

ইউপি চেয়ারম্যান একতা দলের তাৎক্ষণিক ও সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন নির্যাতন বিশেষ করে নারী নির্যাতনের বিষয়ে সচেতন হওয়ার ব্যাপারে, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিচার নিশ্চিতকরণে একতা দল তাকে সাহায্য করেছে। তিনি আরও যোগ করেন যে, এরকম অসামাজিক কার্যকলাপ চিরতরে সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভিডিসি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ইউপি সদস্যদের সহযোগিতায় একতা দল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি ভবিষ্যতে আবারও এরকম কোনো ঘটনা ঘটে, অন্যান্যদের সহযোগিতায় তিনি সেই ঘটনার সঠিক বিচার করবেন।

KwgwDwbwU MnxZ D‡`¨vMmgn

ভিডিসি'র দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ

কোন কোন সৃষ্টি দুনিয়াকে পাল্টে দেয়, উন্মোচন করে নতুন দিগন্তের। নাইক্ষণখালীর ভিডিসিও সেরকমই একটি উদাহরণ। সৌহার্দ্য II কর্মসূচি উক্ত ভিডিসিকে স্বপ্ন দেখায়, তাদেরকে পুণর্জাগরিত করে, সংগঠিত করে এবং প্রকৃত পরিবর্তন সূচিত করে। নাইক্ষণখালী হচ্ছে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামবাসীগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্থানীয় জনগণ সৌহার্দ্য II কর্মসূচির মাধ্যমে ভিডিসি গঠন করে। ভিডিসিতে তাদের সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা আর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়, সেই সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় এবং নিজেদের সুপ্তশক্তি ব্যবহার করে কিভাবে সম্ভাবনাকে স্পর্শ করা যায়।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই তারা চিহ্নিত করে গ্রামবাসীদের দূর্বল স্বাস্থ্য আর পুষ্টিহীনতা। তাদের দূর্বল স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ অপরিচ্ছন্ন বসবাস, সুপেয় জলের অপর্যাপ্ততা এবং সঠিকভাবে হাত ধোয়ায় অনীহা। এখানকার সাধারন মানুষেরা বাড়ীর পেছনে, ঝোপঝাড়ে, ফসলের মাঠে মলমূত্র ত্যাগে অভ্যস্থ ছিল, যা ছিল একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর বদভ্যাস। যদিও সৌহার্দ্য II কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকাবাসীকে এই ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন কার্যক্রম অব্যাহত ছিল, কিন্তু শুধু মাত্র সচেতনতাই যথেষ্ট নয়। অর্থাভাব আর যথাযথ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে তারা স্বাস্থ্যকর পায়খানা স্থাপন করতে পারছিলনা। এরকম অবস্থায় ভিডিসির এক বৈঠকে একটি ওয়াটসন (WATSAN) সেল গঠন করা হয়। ওয়াটসন এবং ভিডিসির যৌথ জরিপে ৪০০ খোলা পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবার চিহ্নিত করা হয়, যেখানে ২২টি

স্লাব ও রিং এর সুবিধাভোগী একজন

অতিদরিদ্র পরিবারের কোন প্রকার শৌচাগারই নাই।

ভিডিসি, ওয়াটসন এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য যৌথভাবে জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী সংস্থা ভার্ক এর কাছে তাদের সমস্যা তুলে ধরে। তারা

> 'ঘরের আশে পাশে টাটি ন থাইব্বার খারনে আমার মেহমান অক্কল উদ্দা এবং সমস্ত খোলা জ্বাগাত নয়ইত্ত বাগানত পায়হ্না গইত্ত। অহন আমার অবস্থা পরিবর্তন হইই।'
>
> *-আমেনা বেগম*

ছয় মাস মেয়াদী একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। UNICEF এর অর্থায়নে Under Accelerating Wash Coverage প্রকল্পের আওতায় ভিডিসির চিহ্নিত ৪০০ পরিবারকে সহায়তা দিতে সম্মত হয়। পরিকল্পনা অনুসারে ৪০০ পরিবারের একটি তালিকা করা হয় এবং এরই মধ্যে অতিদরিদ্র ২২টি পরিবার পায়খানার জন্য একটি করে স্লাব ও তিনটি রিং পেয়েছে।

এ ছাড়াও স্থানীয় ইউপি সদস্য ও ভিডিসির যৌথ উদ্যোগে তারা ভার্ক থেকে আরো ৬টি গভীর নলকুপ সংগ্রহ করেছে। গভীর নলকুপগুলো নাইক্ষণখালী গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার ১৮০টি পরিবারের জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু সব উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি না মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তন আসে। সে কারণেই ভিডিসি নিয়মিতভাবে এলাকায় সিএলটিএস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভিডিসি'র সাম্প্রতিক কার্যক্রম সকল মহলে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রয়োজনে তারা সরকারী বেসরকারী অফিসে যেতে দ্বিধা করে না। নিজেদের আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তারা তাদের চারপাশকে পরিবর্তন করে দারিদ্রমুক্ত শান্তিময় এক পৃথিবী গড়তে চায়।

বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণ

ধোবাউড়া উপজেলার ভাগবেড় ইউনিয়নের মনোয়ারকান্দা গ্রামটি গোদারিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বছর বন্যায় আক্রান্ত হয়ে গ্রামটির ৩০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় ও আনুমানিক ১০০০ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদীর তীরে বাঁধ স্থাপনের দাবীটি গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের। যদিও তারা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে স্থানীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু তারা প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি এবং তাদের পাশে দাড়ানোর মত কেউ নাই, সেহেতু তাদের সমস্যা ও দাবী সবসময়ই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। অবশেষে সৌহার্দ্য II কর্মসূচির অধীনে, ভিডিসি এই বাঁধ নির্মাণের পদক্ষেপ

স্থানীয় জনগণ একসাথে মনোয়ারকান্দা গ্রামে বাঁধ নির্মাণে ব্যস্ত

গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিষয়টি স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করা হয় ও নিজেদের শ্রম দিয়ে বাঁধটি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশেষে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং একমাস পর এই কাজ সম্পন্ন হয়। এর ফল হিসেবে মনোয়ারকান্দা গ্রামের সামাজিকভাবে অবহেলিত গ্রামবাসীগণ তাদের নিজেদের মধ্যে এবং বিশেষ করে এই অঞ্চলের একতা ও সম্মিলিত শক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে। এই আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে আগামী দিনে পরনির্ভরতা কমাতে ও স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে।

isc‡i CSISA-†m‡Šnv`¨ II KgmwPi mgwšZ D‡`¨vM

CSISA এবং কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য II কর্মসূচি যৌথভাবে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রযুক্তি, নতুন বিভিন্ন ধরনের ফসল, বীজ ও সহযোগিতা উদ্ভাবনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের কৃষি উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করা। শুরুতে এই সহযোগিতামূলক কর্মসূচির আওতায় কাজের জন্য উপযুক্ত এলাকাসমূহ চূড়ান্ত করা হয় এবং সম্মিলিতভাবে রকমারী ফসলের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ৩৪ জন এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে এই উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-২.৭৫ একর জমিতে বিনা ধান-৭ এর চাষ (স্বল্পকালীন ধান), ৬.০৩ একর জমিতে বন্যা সহনশীল বিরি ধান ৫১ ও বিরি ধান ৫২ এর চাষ, ৫.৭২ একর জমিতে বারি গম ২৬ এর চাষ এবং ০.৬ একর জমিতে নতুন সরিষা বারি-১৪ এর চাষ। সমগ্র প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মোট ৪২.৩৯ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়েছে যার মধ্যে ধান হচ্ছে ২৯.৮৫ মেট্রিক টন, গম ১২.০১ মেট্রিক টন এবং সরিষা ০.৫৩ মেট্রিক টন। এ ছাড়াও ৫.৭২ একর জমিতে "সয়েল কনজারভিং টেকনলোজি" যেমন- পাওয়ার টিলার অপারেটর সিডার (পিটিওএস) এর সূচনা করা হয়েছে।

বিনা ধান-৭ হাতে ক্ষেতে কৃষকগণ

gwKb ivó`‡Zi †m‡Šnv`¨ II KgmwP cwi`kb

মাননীয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা ও তার দলকে স্বাগত জানাচ্ছে ছোট কোয়ালিবের গ্রামের গ্রামবাসীগণ

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কক্সবাজার অঞ্চলের বড় পাড়া গ্রামে একটি উঠান বৈঠক পরিদর্শন করছেন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থানরত মাননীয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা ও তার স্ত্রী গ্রেইস মজিনা উল্লাপাড়া উপজেলার বারো পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ছোট কোয়ালিবের গ্রামে সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শনে যান। এসময় তিনি ভিডিসি, ইসিসিডি, একতা, সিএইচডি প্রভৃতি দলের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং এই কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন। সৌহার্দ্য II কর্মসূচির সামগ্রিক কর্মকান্ড দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এর পূর্বে ২০১১ সালের ৮ ডিসেম্বর মাননীয় রাষ্ট্রদূত কক্সবাজার অঞ্চলের সৌহার্দ্য II কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফ্র্যান্সিস জে.ওয়েরসিনস্কির নেতৃত্বে এই বাহিনীর একটি প্রতিনিধিদল এবং ইউএসএআইডি'র মিশন ডিরেক্টর রিচার্ড গ্রীন এসময় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত ও তার সফরসঙ্গীগণ কক্সবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সৌহার্দ্য II কর্মসূচির খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ÔAv‡gwiKv mßvnÕ 2012 †Z †Kqvi evsjv‡`k Gi AskMnY

প্রতি বছরের মতো এ বছরও তিনদিনব্যাপী আমেরিকা সপ্তাহের আয়োজন করে ইউএসএআইডি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার জনগণের যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, এ বিষয়টিই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়ে থাকে। চট্টগ্রামের এম.এ.আজিজ ষ্টেডিয়ামে সংঘটিত এ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মানীয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের মেয়র জনাব মঞ্জুর আলম।

ইউএসএআইডি'র উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য II কর্মসূচিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে কেয়ার বাংলাদেশ সৌহার্দ্য II কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রকাশনা ও উপকরণসমূহ এবং সৌহার্দ্য'র সাফল্যের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে। পূর্ববর্তী সৌহার্দ্য কর্মসূচির অংশীদার সংস্থা মিশুক গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী পালাগান পরিবেশন করে। বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীদের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বার্তা এই পালাগানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে কেয়ার বাংলাদেশ এর COVAW প্রকল্প "নারীর প্রতি সংহিসতার আর্থিক মূল্য এবং তার সাথে সমাজের সংশ্লিষ্টতা" শীর্ষক গবেষণার ফলাফল সেমিনারে উপস্থাপন করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য II কর্মসূচি সম্পর্কে দর্শনার্থীগণ বিস্তৃতভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে।

উপদেষ্টামন্ডলী : ফাহিম খান, মঞ্জু মোরশেদ ও মনজুর রশীদ

প্রকাশনায় : নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও এ্যাডভোকেসি টীম, সৌহার্দ্য II কর্মসূচি কেয়ার বাংলাদেশ
প্রগতি ইনসিওরেন্স ভবন, ২০-২১, কাওরান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, বাংলাদেশ

সহায়তায় : রফিকুল আলম খান, তমিজ উদ্দিন আহ্মেদ, নবীনুর রহমান, সদরুল হুদা, নূর নবী, ইকবাল হোসেন খান, সাজ্জাদ হোসেন
মারিয়াম উল মুতাহারা, মন্দিরা গুহ নিয়োগী ও ফারহানা নাসরিন